চ বি জ্ঞা আর্কাইভস
-৪২০-

বাংলাদেশে বর্বর দমননীতির প্রতিবাদে বৃটিশ জনমত

॥ রেগ প্রেণ্টিস ॥

[বৃটিশ পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসাবে মিঃ রেগ প্রেণ্টিস যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ সফর শেষে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া বাংলাদেশ সমস্যার অন্য কোন সমাধানের পথ নেই।]

কোনরূপ রাজনৈতিক সমাধানে যদি উপনীত হওয়া না যায়, তবে বাংলাদেশের ঘটনাবলী থেকে উদ্ভূত সংকট আরও তীব্র হবে। ভারত আর পাকিস্তান উভয় দেশের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশে নিপীড়ন আর বর্বরতা চলতেই থাকবে। কারণ বৈরীভাবাপন্ন সাড়ে সাত কোটি লোকের উপর ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার এছাড়া উপায়ান্তর নেই। হানাদারী সৈন্যদের সংখ্যা তেমন বেশী নয় আর দক্ষিণ ভারতের উপকূল ঘুরে দীর্ঘ তিন হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তাদের রসদ সরবরাহ করতে হচ্ছে, আর শক্তিবৃদ্ধির জন্য সৈন্য আনতে হচ্ছে। বাংলাদেশের কোন কোন এলাকা গেরিলাবাহিনীর তৎপরতা চালাবার পক্ষে বেশ উপযোগী। এছাড়া গেরিলাদের ভারতে আশ্রয় নেওয়ার সুবিধা রয়েছে ও শরণার্থীদের মধ্য দিয়ে গেরিলাবাহিনীতে লোকজন সংগ্রহের সুবিধা রয়েছে। বহু পর্যবেক্ষক এধরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, লড়াইয়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে ভিয়েতনামের অনুরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পরে।

ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলোতে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এসেছে। তাদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার আর নার্স অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। সবচেয়ে দরিদ্র একটি দেশের সামনে এরকম একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তদুপরি দুনিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গকেই এহেন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে।

শরণার্থীদের সাহায্যের দায়িত্ব বিশ্বকেই বেশীর ভাগ বহন করা উচিত। ছয়মাসে শরণার্থীদের জন্য অর্থাদি যা দরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিমাণ তার অর্ধেক মাত্র। বাকীটা ভারতকেই বহন করতে হচ্ছে। আরও বেশী পরিমাণ আর্থিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে দিতে হবে আর দীর্ঘকাল যাবৎ এধরণের সাহায্যদান অব্যাহত থাকবে এরকমের একটা প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে তাদের।

বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের দ্বারা এই অবরোহী ধারার গতিরোধ করা যেতে পারে এবং অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। বাস্তবক্ষেত্রে এর অর্থ হল, শেখ মুজিবর রহমান এবং আওয়ামী লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান বার করা। বাংলাদেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এখন একটি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মতো। এরূপ পরিস্থিতিতে জনগণের আস্থাভাজন কোন রাজনৈতিক দলের নেতারাই ফলপ্রসূ একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। একথাটা ইয়াহিয়া খানকে স্বীকার করে নিতে হবে নতুবা দমননীতি চালান ছাড়া তার সামনে আর কোনও পথ খোলা থাকবে না। আর শেষ পর্যন্ত আজ হোক কিংবা কাল হোক এ নীতি ব্যর্থ হবেই হবে।

কয়েক মাস যাবৎ বাংলাদেশে অবর্ণনীয় রক্তপাত ঘটেছে আর তীব্র হয়েছে তিক্ত মনোভাব। এখন মূল বিবেচ্য বিষয় হল ঃ কোনরকম একটা শিথিল ফেডারেশনের ভিত্তিতে মীমাংসা সম্ভব কিনা কিংবা বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে (সম্ভবত এটাই হবে) এই মীমাংসা হবে কিনা। আর তা স্থির করবে বাংলাদেশের জনগণের আস্থাভাজন প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র আওয়ামী লীগই। তাদের এখন এরকম সিদ্ধান্তই নিতে হবে আর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।

অথচ বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এরকম কোন কিছু পন্থাগ্রহণের মনোভাব নেই। তারা তাদের দাবীর ফিরিস্তি—আকঁড়ে ধরে আছেন।

অবস্থার পরিবর্তনের প্রকৃত আশা দুটো বিষয়ের ওপর এখন নির্ভর করছে। বাংলাদেশকে শান্ত করতে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ বারংবার ব্যর্থতা বরণ করছে আর এর জন্য ক্রমবর্ধমান আর্থিক বায়ভার তাদের ওপর চেপে বসেছে। পাকিস্তানের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে নতুন-ভাবে ঢেলে সাজানো আর সম্ভবপর নয়। বাংলাদেশের রপ্তানী থেকে আয়ের ব্যাপারে পাকিস্তান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ ধসে পড়েছে আর এথেকে উদ্ধারের আশা খুবই ক্ষীণ। "স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে" এধরণের দাবী সত্ত্বেও উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিটাই আজ নির্মম সত্য (পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ দরিদ্রতর হলেও তার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে আয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশি—একথাটা মনে রাখতে হবে)।

আর কয়েক মাস পরে বাংলাদেশে ফসল ঘরে তোলার মৌসুম। কিন্তু এই ফসলের বীজ বপন সামরিক তৎপরতার জন্য বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং বছরের শেষ ভাগে গুরুতর খাদ্যঘাটতি দেখা দেবে। খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হবে এজন্য। পরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার দরুণ অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। অপর দিকে, অনাবৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানেও ফসলের অবস্থা ভাল নয়। সাধারণতঃ স্বাভাবিক সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করে বাংলাদেশের খাদ্যঘাটতির কিছুটা পূরণ করা হতো।

পাশ্চাত্যের সাহায্যদানকারী কনসর্টিয়াম নয়া আর্থিক বছর থেকে পাকিস্তানকে কোনরূপ সাহায্য দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১লা জুলাই থেকে এই আর্থিক বছর সুরু হয়। এই সিদ্ধান্তের জন্যই অসুবিধাটা সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সাহায্যদান বন্ধের ফলে পূর্বের গৃহীত প্রকল্পগুলোর কাজ সম্পন্ন হবে ঠিকই। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিগুলো যদি তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে তবে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, পাকিস্তানে বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস পাবে এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র অভাব দেখা দিবে। এমন কি স্বাভাবিক সময়েও এধরণের সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের অর্থনীতির ওপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জেনারেল-গণের অর্থনীতি সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান নেই। কিন্তু আজ কিংবা কাল, পরিস্থিতির নির্মম সত্যতা তাদের মতিগতি পরিবর্তনে বাধ্য করবে। এটাই আমাদের একমাত্র আশা।

করিম সা... বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর সং নং.....

আমার মনে হয়, রাজনৈতিক সমাধানের অনুকূলে চাপ বজায় রাখার তিনটি পন্থা আমাদের সামনে খোলা রয়েছে।

প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক সাহায্য পুনরারম্ভ করা হবেনা। এই সিদ্ধান্তের প্রতি পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অবিচল থাকবে (দখলকৃত বাংলাদেশে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের করালগ্রস্ত অধিবাসীদিগকে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দেয় ত্রাণ সাহায্য এর মধ্যে ধরা হবেনা)। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সাহায্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে অবস্থাটা একটু অন্যধরণের। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বাদ দিলেও, অদূর ভবিষ্যতে দখলীকৃত বাংলাদেশে উন্নয়নমূলক প্রকল্প নির্বাহ করা সম্ভব নয়। তাই প্রদত্ত অর্থনৈতিক সাহায্য পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়িত হবে। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হবে আর বাংলাদেশে তখন দমননীতি চালাবার ব্যয়-বহন পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের পক্ষে সহজ হবে। বৈদেশিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সাবেক মন্ত্রী হিসাবে অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস, শতকরা ১০০টি সিটের মধ্যে ৯৯টি পেতে রাজনৈতিক শর্ত আরোপ করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আলোচ্য বিষয়টিই হল এই শততম ঘটনা। রাজনৈতিক সমাধানে (পূর্ণ স্বাধীনতা) পৌঁছা যায়, তজ্জন্য যে কোন ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা এক্ষেত্রে গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ আশু বন্ধ করতে হবে। ওয়াশিংটনে যে সকল সিনেটের আর কংগ্রেসের সদস্য মার্কিন সরকারকে পাকিস্তানে অস্ত্র দানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, তার সমর্থনে বিশ্বজনমতকে অবশ্যই তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহের জন্য চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মুহূর্তে একযোগে কাজ করার পিছনে কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের সরকার, পার্লামেণ্ট ও সকল-শ্রেণীর প্রভাবশালী ভাষ্যকারদের আজ দখলীকৃত বাংলাদেশে পাকিস্তান সরকারের দমননীতির তীব্র ভাষায় নিন্দা করতে এগিয়ে আসা উচিত। এটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সকল সরকার ও বিশ্বের জনগণ আজ বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে নিজেদের একাত্ম মনে করেন। আর এটাও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাষায় বলতে হবে যে, পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নীতি পরিবর্তনের দাবীতে আমরা সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ।

শান্তিপূর্ণ সমাধানে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের হয়তো কোনরূপ নির্ধারক ক্ষমতা নেই, তবু আমাদের যেটুকু ক্ষমতা রয়েছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। এখন কূটনৈতিক আদবকায়দা অনুযায়ী চলার সময় নয়, কাজে নামার সময় এসেছে এখন আমাদের এটাই এখন সবচেয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্র বাংলা